3 MAY 2017

সংবাদ

শিশুদের জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠছে বিশ্ব

মোতাহার হোসেন

বাংলাদেশসহ বিশ্বের দেশে দেশে শিশুরা যুদ্ধ, পারিবারিক সহিংসতা, প্রতিপক্ষের হাতে গুম, স্বামী-স্ত্রীতে দ্বন্দ্ব, মা-বাবার পরকীয়াও বলি হয় শিশুসন্তান। আবার সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, পরিবারে পরিবারে বিরোধ, অপহরণ, হত্যা, নির্যাতন, নীপিড়নের স্বীকার। অতিসম্প্রতি এর সঙ্গে শিশুদের জন্য নীরব ঘাতক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি। জলবায়ু পরিবর্তের বিরূপ প্রভাবেও বিশ্বের দেশে দেশে সম্ভাবনাময় লাখো কোটি শিশু মৃত্যুঝুঁকিতে পতিত। এসব শিশুরা প্রতিটি দেশের সম্ভাবনাময় এই অর্থে যে, 'আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ'। আর সেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎই এখন হুমকির মুখে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে বছরে পরিবেশ দূষণে মারা গেছে ১৭ লাখ শিশু। এটা ভাবলে ভয়ে শিহরিত হয় মন। এটা ভাবতে কষ্ট হয়। তাহলে এভাবে কি আমাদের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকেই আমরা সবাই মিলেই ঠেলে দিচ্ছি? এমনি অবস্থায় জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের জন্য সুখবর হলো- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের বিরুদ্ধে ২১ শিশু জলবায়ু সংক্রান্ত একটি মামলা দায়ের করেছে। তারা অভিযোগ করেছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে বেঁচে থাকার সাংবিধানিক অধিকার হরণ করেছে। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন মামলাটির বাতিল চায়। যদি শিশুদের পক্ষে আদালত রায় প্রদান করে তাহলে জলবায়ু চুক্তি ট্রাম্প প্রশাসন মানতে বাধ্য হবে। তখন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের সব শিশুদের এই ঝুঁকি থেকে রক্ষায় সহায় হবে।

আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশের শিশুরা। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার বসবাসরত জনগণই সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকে। কারণ তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। গত কয়েক বছর ধরে এসব এলাকায় ঝুঁকি বেড়েছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এসব অঞ্চলের গরিব জেলে এবং কৃষকরা। আর তারা যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের সন্তানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্কুলে উপস্থিত হতে পারে না। যখন এসব সমস্যা হয় তখন এসব শিশুদের খাদ্য এবং পুষ্টির সমস্যা হয় এবং তারা অপুষ্টিতে ভোগে। এ প্রসঙ্গে লোক কবি ও গবেষক ইবনে সালেহ মুনতাসির রচিত 'শিশু মৃত্যু' শীর্ষক লিরিকটি যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

শিশুদের ক্ষেত্রে এই চিত্র শুধু বাংলাদেশে নয় পুরো বিশ্বের চিত্রই মোটামুটি একই রকম। বিশ্বের সব মানুষের কাছে একটি পরিচিত শব্দ, একটি নীরব আতঙ্কের নাম জলবায়ু পরিবর্তন। এর বিরূপ প্রভাব বিশ্বের প্রায় সব দেশে পড়লেও সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের আবহাওয়াও অনেক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে কম-বেশি সব বয়সী মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশুরা। বহুকালের বহমান দেশের ষড়ঋতুর সঙ্গে অনেক কিছুরই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আবহাওয়া পরিবর্তনে দেশের ফসল, মানুষের জীবনযাত্রা সব কিছুতেই ঘটেছে পরিবর্তন। সব মিলিয়ে মানুষের জীবনে বয়ে আনে মারাত্মক বিপর্যয়। তবে আবহাওয়ার এই পরিবর্তনে সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে দেশের শিশুরা। সরকারি হিসেবে ছয় বছরের নিচে প্রায় ১.১৩ মিলিয়ন শিশু বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অসুস্থ হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক জরিপে দেখা গেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ শিশুদের পড়াশোনা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ওই সময় প্রায় ১.০৮ মিলিয়ন শিশু স্কুলে যেতে পারে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঢাকা শহরের ০-১৭ বছর বয়সী শিশুরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সর্বমোট ১.৩১ মিলিয়ন ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর মধ্যে ৪৮.৫৬ শতাংশ শিশু বন্যার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে, ১২.১৫ শতাংশ অসুস্থ হয় জলাবদ্ধতার কারণে, ১২.১৪ শতাংশ অসুস্থ হয় ঘূর্ণিঝড়ের কারণে, ৬.৭৭ শতাংশ হয় খরার কারণে, ৫.৩৩ শতাংশ হয় বজ্রপাতের কারণে এবং ১৫.০৫ শতাংশ হয় অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে। 'বাংলাদেশ দুর্যোগ' সম্পর্কিত পরিসংখ্যান ২০১৫ : আবহাওয়া পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রেক্ষিত' শীর্ষক এক জরিপের চিত্র এটি। ২০০৯-২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তর ভিত্তিতে এটি প্রকাশিত হয়।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে ঢাকার শিশুরা। ২০০৯ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঢাকা বিভাগের ২১.৭০ শতাংশ শিশু অসুস্থ হয়। যা রাজশাহী বিভাগে ছিল ১৫.৪৪ শতাংশ, সিলেট বিভাগে ১৩.৭৭ শতাংশ, বরিশালে ১৩.২৪ শতাংশ, চট্টগ্রামে ১২.৭৫ শতাংশ, রংপুরে ১২.১৪ শতাংশ এবং খুলনা বিভাগে ১০.৯৬ শতাংশ। বিভিন্ন বয়সী শিশুদের মধ্যে ৫-১২ বছর বয়সী শিশুরা সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকে। সর্বমোট ১.৩১ মিলিয়ন শিশুর মধ্যে ৫৪.২৪ শতাংশ ৫-১২ বছর বয়সী শিশু অসুস্থ হয়। এছাড়া ২৫.১৩ শতাংশ ০-৪ বছর বয়সী শিশু অসুস্থ হয়। বাকি ২০.৬৩ শতাংশ অন্যান্য বয়সী শিশু। এসব শিশু রোগের চিকিৎসাও সঠিকভাবে পায় না।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১.০৮ মিলিয়ন ঝুঁকিপূর্ণ শিশুর মধ্যে ৩৭.১৭ শতাংশ শিশু ৮-১৫ দিন স্কুলে উপস্থিত হতে পারে না, ৩৬.৬৫ শতাংশ পারে না ১-৭ দিন, ২১.৩৬ শতাংশ পারে না ১৬-৩০ দিন এবং ৪.৮৩ শতাংশ শিশু ৩১ দিনের অধিক স্কুলে উপস্থিত হতে পারে না। এসব শিশুর মধ্যে বরিশালের শিশুরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেখা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় এই অঞ্চলের ২৪.৫৬ শতাংশ শিশু স্কুলে যেতে পারে না, যা ঢাকায় ১৮.৫৮ শতাংশ, সিলেটে ১৮.৩৪ শতাংশ এবং খুলনায় ৭.১৫ শতাংশ।

সম্প্রতি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জরিপে বলা হয়, 'বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর পরিবেশ দূষণজনিত কারণে পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় ১৭ লাখ শিশুর মৃত্যু হয়। অর্থাৎ, প্রতি চার শিশুর মধ্যে মারা যায় একজন। মূলতঃ অনিরাপদ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং ঘরে ও বাইরে বায়ু দূষণের কারণে এ মৃত্যু ঘটে। ডব্লিউএইচওর মহাপরিচালক মার্গারেট চ্যান বলেন, 'দূষিত পরিবেশ মৃত্যু'র অন্যতম কারণ। 'কারণ তখনও তাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকাশ হতে থাকে এবং তাদের প্রাকৃতিক রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয় না। তাদের ছোট্ট দেহ ও শ্বাসনালীর কারণেও বিষাক্ত বায়ু ও পানিতে তারা অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার ডাইরিয়া, ম্যালেরিয়া ও নিউমোনিয়ার কারণে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশুদের সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়। অথচ শুধুমাত্র মশারি টাঙিয়ে, পরিচ্ছন্ন রান্না এবং বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করে যা প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু সেই সচেতনতা কয়জনের আছে? আর বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে ঘরের ভেতর ধূমপান করলে শিশুরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া, শ্বাসযন্ত্রের বিভিন্ন রোগ যেমন: হাঁপানিতে আক্রান্ত হতে পারে। বায়ু দূষণের কারণে হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং ক্যানসারও হতে পারে। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন না থাকার কারণে ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায় ।

মূলতঃ প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসনের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ২১ শিশু মামলাটি দায়ের করেছিল। তারা অভিযোগ করেছিল, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের স্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে বেঁচে থাকার সাংবিধানিক অধিকার হরণ করেছে। শিশুদের দাবি, যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদন এবং গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ করছে এতে জলবায়ুতে বিরূপ পরিবর্তন হচ্ছে। এর ফলে তাদের বেঁচে থাকার সাংবিধানিক অধিকার হরণ হচ্ছে। তবে মামলাটির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় ওবামার সরকার। মামলাটি যেন আদালত নাকচ করে দেয় এজন্য মার্কিন সরকার এবং জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের কয়েকজন প্রতিনিধি আবেদনও করেছিল। এছাড়া আরেকটি আবেদনে আপিল নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জলবায়ু মামলাটির বিচার কাজ বিলম্বিত করার আবেদন করেছে। পরিবেশবাদী গ্রুপগুলো বলেছে, জলবায়ু মামলাটিতে শিশুরা জয়ী হলে সরকার গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ কমাতে এবং উষ্ণতাবিরোধী অন্যান্য পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।

এ প্রত্যাশা আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহলের কাছে যে, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব, দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার যারা হবেন আগামী দিনের কাণ্ডারি তাদের নিরাপদ, সুন্দর, সুষ্ঠ পরিবেশে বসবাস ও বেড়ে ওঠার সব পদক্ষেপ নেবেন দ্রুতই। নুতবা সম্ভাবনাময় শিশুদের জীবনকে ক্রমাগত হুমকি ও ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়া হবে। একই সঙ্গে আজ বাংলাদেশসহ বিশ্বের দেশে দেশে নানা কারণে শিশুদের সহিংসতা, মৃত্যুঝুঁকি থেকে পরিত্রাণে প্রয়োজন বিশ্বনেতাদের সম্মিলিত উদ্যোগ। একই সঙ্গে প্রয়োজন জাতিসংঘসহ বৈশ্বিক পর্যায়ের ফোরামে এ ব্যাপারে আলোচনা ও কার্যকর উদ্যোগ।

[লেখক :সাংবাদিক ও কলামিস্ট]
motaherbd123@gmail.com

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর